326070 - ভূমকিম্প কংিবা আগুন সংঘটতি হলে নামায ছড়েে দয়োর হুকুম এবং কউে যদি নামায অব্যহাত রখেে মারা যায় তার হুকুম কি?

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি নামায আদায়কালে কোন দুঘর্টনা ঘটছেে; সে ব্যক্তি নামাযরে জন্য নজিরে জীবন দয়িছেে কন্িতু নামায ছড়েে দয়েনি তার হুকুম কি? উদাহরণতঃ মসজদিে নামায চলাকালে ভূমকিম্প শুরু হল। লোকেরো পালয়িে গলে। কছিু মানুষ থকেে গলে। ইমাম সাহবে নামায ছাড়নেনি। মসজদিরে ছাদ তাদরে উপর ধ্বসে পড়ে তারা মারা গলে। ভূমকিম্পরে দুঘর্টনাকালে যারা নামায না ছাড়ার কারণে মারা গলেনে তারা কি শহীদ হবনে; নাকি আত্মহত্যাকারী হবনে?

উত্তররে সংক্ষপ্িতসার

যে ব্যক্তি নজিরে জীবন নাশ হওয়া কংিবা নরিাপদ কোন জীবন নাশ হওয়ার আশাংকা করছে; যে জীবনকে বাঁচানো তার পক্ষে সম্ভবপর; তার জন্য নামায অব্যাহত রাখা নাজায়যে। নামায অব্যাহত রাখার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবনে। যদি নজিে মারা যান কংিবা আহত হন তাহলে তনিি নজিকেে ধ্বংসরে দকিে নক্িষপেকারী হবনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্িলাহ।.

যে ব্যক্তি নামায আদায়কালে ভূমকিম্প বা অগ্নকিাণ্ডরে মত কোন দুঘর্টনা শুরু হয়ছেে এবং সে ব্যক্তরি প্রবল ধারণা হয় যে, এ দুঘর্টনাতে সে আক্রান্ত হবে, যদি সে নামাযরে স্থান থকেে বরেয়িে যায় তাহলে বচেঁে যাবে সক্েষত্রেে পালয়িে যাওয়া এবং বাঁচার চষ্েটা করা তার উপর আবশ্যক। বরে হয়ে সে দুঘর্টনার অবস্থাভদেে তার অবশষ্িট নামায পূর্ণ করবে কংিবা নামায ছড়েে দবি।ে তার যদি ধারণা হয় যে, নামাযরে স্থানে থাকলে তার মৃত্যু হবে সক্েষত্রেে তার জন্য সখোনে অবস্থান করা জায়যে হবে না। যদি থকেে যায় তাহলে সে যনে নজিকেে ধ্বংসরে দকিে নক্িষপে করল। তদ্রূপ অন্য কাউকে মৃত্যু থকেে বাঁচানোর জন্য নামায দয়োও তার উপর আবশ্যক; যমেন পানতিে ডুবে যাওয়া থকেে, আগুনে পুড়ে যাওয়া থকেে কংিবা কূপে পড়ে যাওয়া থকেে।

এ বষিয়রে মূল দললি হল আল্লাহ্ তাআলার বাণী: “তোমেরা নজিদেরেকে ধ্বংসরে দকিে নক্িষপে করো না। আর ভাল কাজ কর; যারা ভাল কাজ করে আল্লাহ্ তাদরেকইে ভালোবাসনে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৯২] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “নজিে ক্ষতগ্রিস্ত হওয়া কংিবা অন্যকে ক্ষতগ্রিস্থ করা নয়”।[মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ

(২৩৪১) এবং আলবানী হাদসিটকিে 'সহহি ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে সহহি বলছেনে]

কাশ্শাফুল ক্বনিা গ্রন্থে (১/৩৮০) বলনে: "যে কাফরেরে জান নরিাপদ— যম্মিী হওয়ার কারণে, কংিবা চুক্তবিদ্ধ হওয়ার কারণে কংিবা নরিাপত্তা দয়োর কারণে তাকে কূপ ও এ জাতীয় অন্য কছিুতে পড়ে যাওয়া থকেে রক্ষা করা আবশ্যক। যমেন কোন সাপ যদি তার উপর আক্রমণ করে। যমেনভিাবে কোন মুসলমিকে এসব থকেে রক্ষা করা আবশ্যক। যহেতেু উভয় প্রাণই মাসুম (নরিাপত্তাপ্রাপ্ত)।

পানতিে ডুবে যাচ্ছে কংিবা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে এমন ব্যক্তকিে রক্ষা করা আবশ্যক। এর জন্য নামায ছড়েে দতিে হবে; সটো ফরয নামায হোক কংিবা নফল নামায হোক। এর প্রত্যক্ষ মর্ম হল: এমনকি যদি ওয়াক্ত একবোরে সংকীর্ণ হয়ে যায় তবুও। যহেতেু কাযা পালন করার মাধ্যমে নামাযরে প্রতকিার করার সুযোগ আছে। কন্িতু পানতিে পড়ে যাওয়া ব্যক্তি কংিবা এ জাতীয় অন্য কোন দুঘর্টনার শকিার ব্যক্তরি ক্ষত্রেে সে সুযোগ নইে। যদি পানতিে পড়া ব্যক্তি বা এ জাতীয় অন্য দুঘর্টনার শকিার ব্যক্তকিে বাঁচানোর জন্য নামায ছড়েে না দয়ে তাহলে সে গুনাহগার হবে। তবে তার নামায সহহি হবে; যমেনভিাবে রশেমরে পাগড়ী পরে নামায পড়লওে নামায শুদ্ধ হয়।"[সমাপ্ত]

ইবনে রজব হাম্বলি (রহঃ) বলনে: "যদি কউে তার কাপড় নয়িে যায় তাহলে সে নামায ছড়েে দয়িে চোররে পছিু নবি। আব্দুর রাজ্জাক তাঁর কতিাবে মা'মার থকেে বর্ণনা করছেনে, তনিি হাসান ও কাতাদা থকেে বর্ণনা করছেনে যে: এক ব্যক্তি নামায পড়ছলি। এর মধ্যে সে তার পশুটি ছুটে চলে যাওয়ার আশংকা করল কংিবা কোন হংিস্র জানোয়ার তার উপর আক্রমণ করার আশংকা করল? তারা উভয়ে বলনে: সে নামায ছড়েে দবি।

মা'মার থকেে বর্ণতি আছে, তনিি কাতাদা থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি তাকে জজ্ঞিসে করনে: জনকৈ লোক নামায পড়ছে। এর মধ্যে সে দখেতে পলে যে, একটি বাচ্চা কূপরে ধারে। আশংকা হচ্ছে বাচ্চাটি কূপরে মধ্যে পড়ে যাবে। সে কি নামায ছড়েে দবি? তনিি বললনে: হ্যাঁ। আমি বললাম: কউে দখেল যে, চোর তার জুতাজোড়া নয়িে যাচ্ছ? তনিি বললনে: নামায ছড়েে দবি।

সুফয়িানরে মাযহাব হচ্ছে: কোন ব্যক্তি নামাযে থাকাবস্থায় যদি বপিদজনক কছিুর সম্মুখীন হন তাহলে তনিি নামায ছড়েে দবিনে। এটি মুআফি তাঁর থকেে বর্ণনা করছেনে।

অনুরূপ বধিান প্রযোজ্য হবে যদি কউে নজিরে পশুপাল বা আরোহণরে পশু পানরি ঢলরে শকিার হওয়ার আশংকা করনে।

ইমাম মালকেরে মাযহাব হচ্ছে: যে ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তার আরোহণরে পশু ছুটে গছে; যদি তার কাছাকাছি হয় সামনরে দকিে হোক, ডানে হোক বা বামে হোক সে তার দকিে হটেঁে যাবে। আর যদি দূরে হয় তাহলে নামায ছড়েে দয়িে পশুর সন্ধান করবে।

আমাদরে মাযহাবরে আলমেদরে অভমিত হচ্ছে: যদি কোন লোককে ডুবে যতেে দখেে কংিবা পুড়ে যতেে দখেে কংিবা দুই বালককে

মারামারি করতে দেখে ইত্যাদি এবং তার এ অনিষ্ট দূর করার সক্ষমতা থাকে তাহলে সে নামায ছেড়ে দিবে এবং এ অনিষ্ট দূর করবে।

কোন কোন আলেম এটাকে নফল নামাযের সাথে বিশিষ্ট করেছেন। সর্বাধিক সঠিক অভিমত হচ্ছে: এটি নির্বিশেষে ফরয নামায ও অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইমাম আহমাদ বলেন: যে ব্যক্তি তার ঋণগ্রাহ্য ব্যক্তিকে অনুসরণ করেন, তারা উভয়ে নামায শুরু করল, একটু পরে সে ব্যক্তি নামাযে থাকাবস্থায় ঋণী লোকটি পালিয়ে যেতে লাগল: তখন ঋণী লোকটিকে ধরার জন্য তিনি নামায থেকে বেরিয়ে যাবেন।

ইমাম আহমাদ আরও বলেন: যদি কেউ কোন বাচ্চাকে কূপে পড়ে যেতে দেখে তখন নামায ছেড়ে দিয়ে বাচ্চাটিকে বাঁচাবে।

আমাদের কোন কোন আলেম বলেছেন: যদি বাচ্চাটিকে বাঁচাতে গিয়ে আমলে কাছির (অনেক কাজ) করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নামায কর্তন করবে। আর যদি অল্পতে বাঁচানো যায় তাহলে এতে করে তার নামায বাতিল হবে না।

আবু বকর একই ধরণের কথা ঋণগ্রাহ্য ব্যক্তির অনুসরণে যে ব্যক্তি বেরিয়েছে তার ব্যাপারে বলেছেন যে, সে ব্যক্তি ফিরে এসে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে। কাযী এ অভিমতকে এ অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদি সেটা অল্প কর্ম হয়।

এমন একটি ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে যে: সে তার সম্পদের ব্যাপারে আশংকিত। তাই তার সে কর্ম অধিক হলও সেটি মার্জনীয়।"[ইবনে রজব এর রচিত 'ফাতহুল বারী' (৯/৩৩৬-৩৩৭) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা: যে ব্যক্তি নিজের জীবন নাশ হওয়া কিংবা নিরাপদ কোন জীবন নাশ হওয়ার আশাংকা করছে; যে জীবনকে বাঁচানো তার পক্ষে সম্ভবপর; তার জন্য নামায অব্যাহত রাখা নাজায়েয। নামায অব্যাহত রাখার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবেন। যদি নিজে মারা যান কিংবা আহত হন তাহলে তিনি নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপকারী হবেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।